দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 APR 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি পরীক্ষার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন

ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোর শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষা আগামী ২২ এপ্রিল থেকে শুরু হবে। এটা দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষা। চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ৫২৮টি কেন্দ্রে সর্বমোট ৫,৩৯,৯৯৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের দুইশত গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারিসহ পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কিত সকল প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বোর্ড কর্তৃপক্ষ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন ও কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সুন্দর ও সুশৃংখল পরিবেশে পরীক্ষা সুসম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। খবর তথ্য বিবরণীর।

এবার ঢাকা বোর্ডের অধীনে ৬টি বিদেশ কেন্দ্রসহ মোট ১৩৭টি কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মোট এক লাখ ৭৪ হাজার ৩৮৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে।

রাজশাহী বোর্ডে ১৩৭টি কেন্দ্রে মোট এক লাখ ২৫ হাজার ৪৯ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ১৪৯টি কেন্দ্রে মোট এক লাখ ৩৪ হাজার ২৭৪ জন এবং যশোর বোর্ডে ১০৫টি কেন্দ্রে মোট এক লাখ ৬ হাজার ২৯২ জন পরীক্ষার্থী এবারকার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

পরীক্ষা যাতে নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে তার জন্য সরকার কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

পরীক্ষায় নকল রোধের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শক্তিশালী ভিজিলেন্স টীম গঠন করা হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে আইন-শৃংখলা যথাযথভাবে বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে, সকল শ্রেণীর বহিরাগতের উপস্থিতি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদন্ডসহ অর্থদন্ডের বিধান রয়েছে। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কেউ শৈথিল্য প্রদর্শন করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পরীক্ষায় দুর্নীতিতে সহায়তাকারীর বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক সর্বোচ্চ চার বছরের কারাদন্ড ও অর্থদন্ডসহ কঠোর শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত কেন্দ্রে। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পরিদর্শকগণ যাতে নির্ভয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারেন তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গঠিত ভিজিলেন্স টীম আগে খবর না দিয়েই বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন।

কোন কেন্দ্রে পরীক্ষা পরিচালনায় শৈথিল্যের কারণে দুর্নীতি ঘটলে উক্ত কেন্দ্র বাতিল করা হবে। কোন পরিদর্শক দায়িত্ব পালনে অবহেলা দেখালে বা নকল করায় সহায়তা করলে তার সরকারী অনুদান বন্ধসহ বিভিন্ন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোন পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র, রেজিষ্ট্রেশন কার্ড, কালি-কলম, প্রয়োজনীয় পেন্সিল ও যন্ত্রপাতি ব্যতীত অন্য কিছু সঙ্গে আনতে পারবে না। যদি কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে বা শৃংখলার পরিপ[ন্থী] কাজে লিপ্ত হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা[র্থীর] বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে :-

পরীক্ষা কক্ষে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে পানি ভিন্ন অন্য কিছু পান করা বা পাওয়া নিষিদ্ধ। এ ধরনের অপরাধের জন্য প্রথমবারের মত ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা করা যাবে। যদি কোন পরীক্ষার্থী এর পুনরাবৃত্তি করে তাহলে নির্দিষ্ট দিনের ও সময়ের পরীক্ষা বাতিল করা হবে।

পরীক্ষা কক্ষে এদিক ওদিক তাকানো এবং একে অন্যের সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ। [এ] ধরনের অপরাধের জন্য ঐদিনের ও সময়ের পরীক্ষা বাতিল করা যাবে।

কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র ভিন্ন অন্য কোন প্রকার লিখিত বা মুদ্রিত কাগজ সাথে রাখলে, ডেস্কে, বেঞ্চে, হাতে, কাপড়ে বা অন্য কোথাও পিছনে অথবা পাশের বা সামনের দেওয়ালে কিছু লিখে রাখলে, দোষণীয় কাগজপত্র বা অন্য কিছু দেখে নকল করলে, অন্যের লিখিত উত্তরপত্র দেখে নকল করলে, পরীক্ষার কক্ষে অপরকে অপরাধ করতে সাহায্য করলে এবং উত্তরপত্রে প্রশ্নপত্রের সাথে সম্পর্কবিবর্জিত আপত্তিকর কিছু লেখা অথবা অযৌক্তিক মন্তব্য বা অনুরোধ করলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর ঐ বৎসরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী বৎসরের জন্য পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেয়া হবে না।

পরীক্ষার হলে কোন পরীক্ষার্থী পরিদর্শকদের সাথে দুর্ব্যবহার বা ভীতি প্রদর্শন করলে, পরীক্ষা কক্ষে বাধাবিঘ্ন বা গোলযোগ সৃষ্টি করলে, দোষণীয় কাগজপত্র কক্ষ পরিদর্শককে না দিয়ে নাগালের বাইরে ফেলে দিলে বা গিলে ফেললে, একই উত্তরপত্রে দুই রকম হাতের লেখা বা দুই ব্যক্তির হাতের লেখা হলে এবং প্রশ্নপত্র বা সাদা উত্তরপত্র বাইরে পাচার করলে ঐ বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হবে এবং পরবর্তী ২ (দুই) বছরের জন্য পরীক্ষার অনুমতি দেয়া হবে না।

পরীক্ষা কক্ষে, কেন্দ্র প্রাঙ্গণে বা কেন্দ্রের একশ' মিটারের মধ্যে কোন কক্ষ পরিদর্শককে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আক্রমণ করা বা আক্রমণের চেষ্টা করলে, কক্ষ পরিদর্শকের কাছে উত্তরপত্র দাখিল না করে পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করলে, রোল নম্বর পরিবর্তন/পরস্পর বিনিময় করলে অথবা অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করলে, কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত মূল উত্তরপত্রের খাতা [illegible] করলে, পরীক্ষার্থী কর্তৃক পরীক্ষা ভবনের বাইরে অন্যের দ্বারা লিখিত উত্তরপত্র বা লিখিত অতিরিক্ত উত্তরপত্র দাখিল করলে, মিথ্যা পরিচয় দান করলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের জন্য পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেয়া হবে না।